সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি]
খণ্ড ১১ ♦ সংখ্যা ১১ ♦ পৌষ ১৪২৪/ ডিসেম্বর ২০১৭

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি বাৎসরিক বাংলা জার্নাল]

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয় পর্ষদ

সম্পাদক অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

সদস্যবৃন্দ
অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান
অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
অধ্যাপক ড. রাশেদ উজ জামান
অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান
অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ
অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান
জনাব রাশীদ মাহমুদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম
জনাব মো. তৌহিদুল ইসলাম
ড. সানজীদা আখতার
অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান
শেখ মাহমুদা সুলতানা
অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ
ড. সুধাংশু শেখর রায়
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

মূল্য: দুইশত টাকা মাত্র / ইউএস ডলার ১৫

যোগাযোগ
সম্পাদক, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ডিনের কার্যালয়, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৮-০২-৫৮৬১৩৭৩৮, ৮৮-০২-৯৬৬১৯০০ বর্ধিত ৪৩৫২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
E-mail: dean.fss.du@gmail.com

অক্ষরবিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
বিসিএস প্রিন্টিং, রাফিন প্লাজা (৩য় তলা), ৩/বি মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১০-৮৮০৭২৮ E-mail: mamunmiah1977@yahoo.com.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি]

লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা বছরে একবার অর্থাৎ খ্রিস্টিয় বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

২. এই গবেষণা পত্রিকায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রপঞ্চ (phenomenon) ও বিষয় সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি এমন প্রবন্ধই এই গবেষণা পত্রিকায় ছাপার জন্য বিবেচনা করা হয়।

৩. এই পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারী দ্বারা মূল্যায়নের পর ইতিবাচক হলে তা প্রকাশিত হয়।

৪. এটি একটি একভাষিক গবেষণা পত্রিকা। ফলে শুধু বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধই এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে থাকে।

৫. ইলেকট্রনিক ভার্সন (যথা- ওয়ার্ড এবং পিডিএফ) অথবা ছাপানো ফর্মে (প্রবন্ধের ২ কপি) ডাকযোগে লেখা পাঠানো যেতে পারে। ইলেকট্রনিক ভার্সনে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে ইমেইল ঠিকানা হল- dean.fss.du@gmail.com। ডাকযোগে পাঠানো লেখা মনোনীত হলে লেখার ইলেকট্রনিক ভার্সনও উপরিউক্ত ইমেইল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

৬. লেখা পাঠানোর সময় প্রথম পাতায় প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের পরিচিতি (প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়সহ, যদি থাকে) ও ইমেইল ঠিকানা যুক্ত করতে হবে। পরবর্তী পাতায় লেখার শিরোনামসহ, একটি সার-সংক্ষেপ ও ছয়টি মূল-শব্দসহ (keyword) মূল লেখা শুরু করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে লেখকের নাম যুক্ত করা যাবে না।

৭. ক. বিজয়/ইউনিকোড লে-আউট ব্যবহার করে প্রবন্ধের টেক্সটে ১.৫ ইঞ্চি ফাঁক রেখে, ১৪ আকারের সুতন্বীএমজে ফন্টে দুই দিকে সমতা বিধান করে (justified) প্রবন্ধ জমাদান করতে হবে।

খ. প্রবন্ধের ভেতরে অধ্যায় (chapter) ও উপ-অধ্যায় (sub-chapter) থাকলে আরবি সংখ্যারীতি অবলম্বনে ১.; ১.১; ১.১.১ পদ্ধতিতে সাজাতে হবে।

গ. লেখার ভেতরে সারণি (table), গ্রাফ ও চিত্রাদি ইত্যাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক নম্বর সন্নিবেশিত করতে হবে।

ঘ. প্রবন্ধের মূল লেখায় অতিরিক্ত টিকা (note) প্রদানের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট অভিধার ওপর ঊর্ধ্বলেখায় (superscript) নম্বর প্রদান করে 'অন্ত্য-টিকা' (end-note) হিসেবে প্রদান করতে হবে। তবে অন্ত্য-টিকার ফন্টের আকার হবে ১২।

ঙ. লিখিত প্রবন্ধের প্রতি পৃষ্ঠার বাম দিকে ওপরের কোনায় প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত নাম যুক্ত করতে হবে।

চ. জমাদানকৃত প্রবন্ধের সীমা ৫০০০ থেকে ৭০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।

৮. উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সের ব্যবহার

ক. লিখিত প্রবন্ধের অভ্যন্তরে (in-text) ব্যবহৃত উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত হলে (২৫ শব্দ পর্যন্ত) একক ঊর্ধ্বকমা (inverted coma) সহযোগে একই অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে লেখকের নাম, প্রকাশ সন ও পৃষ্ঠা (লেখক প্রকাশকাল: পৃষ্ঠা) প্রদান করতে হবে। তবে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি যদি ২৫

শব্দের বেশি হয়, তা স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে তা বাম দিকের মার্জিন থেকে ১ ইঞ্চি ভেতরে চাপিয়ে (indent) উপস্থাপন করতে হবে। চাপিয়ে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র উদ্ধৃতির জন্য কোন ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের দরকার নেই। তবে উদ্ধৃতির শেষে অবশ্যই লেখকের নাম, প্রকাশ সন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা (লেখক প্রকাশকাল: পৃষ্ঠা) প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ফন্টের আকার ১ পয়েন্ট কম হবে। উদাহরণস্বরূপ,

> শ্রমিক যদি তার সবটা সময়ই নিজের এবং স্বপরিবারের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপায় উৎপাদনের জন্য চায়, তা হলে অন্যের জন্য বিনামূল্যে খেটে দেওয়ার সময় তার আর থাকে না। (মার্কস ১৯৮৮: ১৫)

খ. প্রবন্ধের ভেতরে উদ্ধৃতির সূত্র উল্লেখ করার সময় বাঙালি লেখকের ক্ষেত্রে শেষ নাম বা পদবি, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম বন্ধনিতে উল্লেখ করতে হবে। তবে মূল উদ্ধৃতিকে প্রবন্ধকার নিজের ভাষায় বর্ণনা করলে (paraphrasing) পৃষ্ঠা উল্লেখের দরকার নেই। আবার কোন উদ্ধৃতির মূল লেখক যদি প্রবন্ধকারের বাক্যের অংশ হয়ে যান, তাহলেও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা এক্ষেত্রে পাঠকের যাচাই করার দরকার নেই প্রবন্ধকার কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ,

ইসলাম (১৯৮২) ব্যাখ্যা করেন যে, ...ইত্যাদি

গ. যেহেতু প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত, সেহেতু বিদেশি লেখকের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের বাংলা রূপটিই ব্যবহার করতে হবে। তবে বর্ণনা বা উদ্ধৃতির শেষে লেখকের নাম, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (যদি) ইংরেজিতে লিখতে হবে। কেননা, রেফারেন্স তালিকায় তা ইংরেজিতেই উল্লেখ থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, চমস্কি (Chomsky 1957) শিশুর ভাষা শিখন সর্ম্পকে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, '.... ইত্যাদি'।

ঘ. প্রবন্ধের অভ্যন্তরে দুই লেখকের নামের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর ভেতরে শুধু 'ও' দিয়ে দুই লেখককে যুক্ত করতে হবে (যেমন- মুসা ও ইলিয়াস ১৯৯৪)। তবে লেখক সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে প্রথম লেখকের শেষ নাম ব্যবহার করে তার সাথে 'অন্যান্য' যুক্ত করতে হবে, যথা- 'হাবার্ট ও অন্যান্য ২০০২' (Herbert et al. 2002)। এক্ষেত্রে মূলত ইংরেজি *et al.* শব্দ-বন্ধের বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'অন্যান্য' রূপে।

ঙ. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে নিচের পদ্ধতিতে রেফারেন্স তালিকা তৈরি করতে হবে।

- **বই থেকে** (বইয়ের নাম বাঁকা [*italic*] ফন্টে হবে)

  মার্কস, কার্ল (১৯৮৮)। *পুঁজি*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন

  ইসলাম, মযহারুল (১৯৮২)। *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি*। কলিকাতা: লোক লৌকিক প্রকাশনী

  Chomsky, N.A. (1957). *Syntactic Structure*. The Hague: Mouton

- **পত্রিকা থেকে** (পত্রিকার নাম বাঁকা [*italic*] ফন্টে হবে)

  রহমান, মো. মাহ্‌বুবুর (২০১৬)। বস্তি উন্নয়ন নীতি: টাঙ্গাইলে পরিচালিত একটি গবেষণা। *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ১০, সংখ্যা ১০, ৯১-১০৩

- **সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে** (বইয়ের নাম বাঁকা [*italic*] ফন্টে হবে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)

  মুসা ও ইলিয়াস (১৯৯৪)। বাংলা ভাষায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দ। *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা* [সম্পা. মনসুর মুসা], ২২৫-২৩৮। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ [বইয়ের সম্পাদক একাধিক হলে প্রধান বা প্রথম সম্পাদকের পূর্ণনাম লিখে 'ও অন্যান্য' যুক্ত করতে হবে।]

- ❑ **ইন্টারনেট থেকে**

  Nazir, B. (2012). Gender Patterns on Facebook: A Sociolinguistic Perspective. Retrieved /Accessed on February 21, 2018, from http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl/article/viewFile/1899/pdf

৯. রেফারেন্স তালিকায় বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রথমে বাংলা গ্রন্থের নাম এবং পরে ইংরেজি ও অন্যভাষায় লিখিত গ্রন্থের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. উল্লেখিত রেফারেন্স নীতিমালা না মেনে লিখিত ও জমাদানকৃত প্রবন্ধ মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

১১. কোন রেফারেন্স নীতিমালা না মেনে লেখা জমাদান কুম্ভিলকবৃত্তি/চৌর্যবৃত্তির (plagiarism) পর্যায়ে পড়ে। তাই এ ধরনের লেখা জমাদান থেকে বিরত থাকার জন্য প্রবন্ধকারদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ডিনের কার্যালয়, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফোন: ৮৮-০২-৫৮৬১৩৭৩৮, ৮৮-০২-৯৬৬১৯০০ বর্ধিত ৪৩৫২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২

E-mail: dean.fss.du@gmail.com

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি]

খণ্ড ১১ ♦ সংখ্যা ১১ ♦ ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

নৃবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু প্রচলিত ধারণা: একটি নিরীক্ষা ১
নাসিমা সুলতানা

বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর সামাজিক সংজ্ঞাপন ও প্রতীকী হস্তভঙ্গি শনাক্তকরণ দক্ষতা ১৭
সালমা নাসরীন

বাংলাদেশী গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনে জেন্ডার ফ্রেমিং: একটি আধেয় বিশ্লেষণ ৩৩
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, নাজমা আকতার

জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয় পাতায় শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ: চারটি দৈনিকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৪৯
হাসান মাহমুদ ফয়সল, রেজাউল করিম, রুবাইয়া জান্নাত

বেসরকারী টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত সংবাদে নৈতিকতা চর্চা : 'গুলশান জিম্মি সংকট' এর একটি সমীক্ষা ৭৩
তাহমিনা হক

আন্তঃব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত যোগাযোগে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ৯৯
মো. আসাদুজ্জামান

বাংলাদেশী বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পাতার সংবাদের পাঠোপযোগিতা: একটি পরীক্ষণ ১১৭
মো. মাহফুজুর রহমান

বাংলাদেশে বই প্রকাশনা: সংকট ও সম্ভাবনা ১৩৫
মোহসিনা ইসলাম

বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদের নারী সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ ১৪৯
ফেরদৌস জামান পিএইচডি, আছমা বিন্‌তে ইকবাল পিএইচডি

'নারী প্রধান পরিবার ও নারীর অধিকার' : পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রাধান্য বিস্তারের ধুম্রজাল ১৬৯
ফারজানা হাবিব